শেষ কথার পরের কথাঃ

‘রেড ওয়াইন ও কলিমুল্লাহ’র বয়ান’ প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইসরাইলের পক্ষে জনাব কলিমুল্লাহ’র এই বয়ানের উদ্দেশ্য কি হতে পারে? আমি বলেছিলাম, অস্ট্রেলিয়া সহ পশ্চিমা দেশগুলিতেইসরাইল ও ইসরাইল লবি, সব সময় ‘মিডিয়া কন্ট্রোল’ করে রাখে, ফলে সাধারন জনগন জান্তেই পারে না প্যালেস্টাইনের মূল সমস্যা কোথায়। কারা দায়ী এই সমস্যার জন্য!

টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র কন্ট্রোলের পাশহপাশি একইসাথে সাথে তারা কিছু লোভী ও ভাড়াটে শিক্ষক, সাংবাদিক প্রমূখ বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে বিভিন্ন ‘থিংক ট্যাংক’ তৈরী করে, যারা সব সময় ইস্রাইলের পক্ষে বিবৃতি দেয়, যুক্তি দিয়ে তাদের দোষ খন্ডন করে থাকেন। যেহেতু এই লবি খুবই সংগঠিত ও সম্পদশালী, তাই তারা তাদের সমর্থকদের পুরস্কার হিসাবে, তাদের ‘দেখভাল’ করে থাকেন।

ডঃ কলিমুল্লাহ হচ্ছেন, বাংলাদেশে এই ধরনের লবি’র পথিকৃত। আপনারা, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন, এটা সবে মাত্র শুরু, ব্যাক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার এর জন্য, ভবিষ্যতে আরো কেউ এই ধরনের বয়ান করলে আমি অবাক হব না! আমার সেই দিনের বিশ্লেষন যে কতটা সঠিক ছিল, তা কলিমুল্লাহ এবং তার দোসরদের ইসরাইলের পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি ও কার্যকলাপ ই প্রমান করছে। পাথকদের স্বার্থে আমি ‘রেড ওয়াইন ও কলিমুল্লাহ’র বয়ান’ এর শেষ প্যারাগ্রাফ তুলে দিলাম।

শেষ কথাঃ
আমি জানিনা, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব এর মত বুদ্বিজীবিরা বাংলাদেশের মানুষকে কতটা বোকা ভাবেন বা দেশের স্বার্থ কতখানি দেখেন! তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, বাংলাদেশের মানুষ এটা বুঝেন যে, কলিমুল্লাহ সাহেবএর মত বুদ্বিজীবিরা বোকা নন, কোনো ব্যাক্তিগত স্বার্থ ব্যাতীত তারা এই ধরনের সর্বনাশা উপদেশ(!) দেন না।

বিপন্ন সময়ঃ আজকের (২৯/০৩/১০) আমাদের সময়এ, ইরতিজা নাসিম আলী’র লেখা “বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ইসরাইয়েল” পড়ে প্রথমে চমকে উঠলেও, এতটুকুও অবাক হই নাই। আরো লক্ষনীয় ব্যাপার হল, দুই ইসরাইলি দূতের ছবির পাশে, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব এর ছবি। জানিনা, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব কি এর ই মধ্যে বাংলাদেশ এ ইসরাইল এর রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ পেয়েছেন! তবে উনি যে বাংলাদেশের উপর এসাইনমেন্ট পেয়েছেন, সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আমরা সবাই জানি যে সভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, ইউনিপোলার বিশ্বে শূন্যতার সুযোগে, ইসরাইল ফিলিস্তিনি জনগন কে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষে এক এক করে বিভিন্ন মূসলিম প্রধান দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে খুব ই আগ্রহী। এই লক্ষ্যে তারা অর্থ, ইমোশন যেখানে যা দরকার তাই ব্যাবহার করছে।

বাংলাদেশ ও এর ব্যাতিক্রম নয়। তাই, "বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ইসরাইয়েল" এই সেন্টিমেন্ট দিয়ে কাজ উদ্ধার এর পায়তারা করছে এখন, বাংলাদেশ এর ইসরাইল লবি!

গুরু নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব এর ম্ত, এবার শিষ্য ইরতিজা, একই যূক্তি দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযূধ্বের সময় ইসরাইল বংলাদেশকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল! বাংলাদেশের সেই চরম দূর্দিনেও, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেব নীতিগত কারনে সেই সাহায্যের প্রস্তাব ঘৃনাভরে প্রতাক্ষান করেছিলেন। এই সত্য, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব, ইচ্ছা করে ভূলে গ্যালেও, আপনার লেখাতে আপনি কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু ইসরাইল এর স্বীকৃতি প্রদান এর ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব তো দেন ই নাই বরং উপেক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মরহুম জ়িয়াউর রহমান সাহেব ও ইসরাইল সম্পর্কে ঠিক এক ই নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, নীতিগত এবং ন্যায়সংগত কারনেও, জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ, ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামে সাধ্যমত সমর্থন দিয়ে আসছে। দল মত (আওয়ামী লিগ, বি এন পি, জামাত, সি পি বি), ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে, এই একটি মাত্র ইস্যূতেই বাংলাদেশের সমস্ত জনগন ঐক্যবদ্ধ, "ফিলিস্তিনিদের পক্ষে, ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরূদ্ধে"।

ইসরাইলের পক্ষে ওকালতির সময়, আপনি চেষ্টার কোণ ক্রুটি করেন নাই। ইসরাইল এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, নবিজী'র প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল ইহুদী, আর ও বলেছেন, আমাদের জনগনের সংগ্রামের সাথে ইসরাইলী জনগনের সংগ্রামের মিল (!) আছে! আমি হাসব না কি কাঁদব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা! আমার মনে হচ্ছে, আপনি বাংলাদেশের জনসাধারনকে, আন্তর্জাতিক বিষয়ে সম্পূর্ন অজ্ঞ, মার্কিন জনসাধারনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন।

ইরতিজা সাহেব, আপনার লেখা পরে আরো জানতে পারলাম, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া'র নেতৃত্বে, বাংলাদেশ এর অগ্রগতিতে ইসরাইল খুবই মুগ্ধ! এই প্রথম কেউ এক ই সাথে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া'র নেতৃত্বের প্রশংশা করেছে শুনে 'খুবই প্রীত হইলাম'। তাই বলে আপনি যদি মনে করেন যে, যে চটুকারের মুখে স্তুতিবাক্য শুনে, ইসরাইল ই মুখপাত্রের আমন্ত্রনে, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া ইসলামের পূন্যভুমি অধিকৃত জেরুজালেম সফরে ছুটে যাবেন, তা হলে আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন!

আসলে, গুরু নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব এর মত আপনি ও বোকা নন। আপনারা একই মিশন নিয়েই নেমেছেন এবং প্লান মতই কাজ করে যাচ্ছেন। তাই 'ধান ভান্তে শিবের গীত গাওয়া'র মত, দেশের নীতি ও স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, সম্পূর্ন অপ্রাসাংগিকভাবে বারবার ইসরাইল এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলছেন। আপনাকেও বলছি, বাংলাদেশের মানুষ এটা বূঝেন যে, আপনি ও কলিমুল্লাহ

সাহেবএর মত ভাড়াটে বুদ্বিজীবিরা বোকা নন, কোনো ব্যাক্তিগত স্বার্থ ব্যাতীত তারা এই ধরনের সর্বনাশা উপদেশ(!) দেন না। এটা এখন আরো অনেক বেশী স্পষ্ট।

পাদটিকাঃ একই সাথে দুখঃজনক ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, গত অক্টোবরে ‘আমাদের সময়ে’ নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব এর লেখা প্রকাশিত হবার পর থেকে, দেশের কোণ প্রধান দৈনিক পত্রিকায়, (আমার জানামতে) আমি এর প্রতিবাদ স্বরূপ কোন লেখা প্রকাশিত হতে দেখি নাই! প্রতিবাদ স্বরূপ আমার লেখা ‘রেড ওয়াইন ও কলিমুল্লাহ’র বয়ান’ লেখাটি দেশের প্রধান দৈনিক পত্রিকায় পাঠানো ও এই প্রসংগ নিয়ে ফোণে সম্পাদকদের কথা বলা সত্ত্বেও, কেউ প্রকাশ করেননি! (লেখাটি কানাডা ও আমেরিকা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল)। আমি আশা করব, এবার অন্তত প্রতিবাদ স্বরূপ কেউ না কেউ, কলম ধরবেন আমাদের দেশের প্রধান দৈনিক পত্রিকায়, এই নির্লজ্জ ওকালতির বিরূদ্ধে।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ২৯ মার্চ, ২০০৯, সিডনী
Victory1971@gmail.com